গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০২৯.১৮-০৩

২৩ পৌষ ১৪২৫
তারিখঃ ----------
০৬ জানুয়ারি ২০১৯

পরিপত্র

বিষয়: দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলদে পাখীর দল গঠন, হলদে পাখী গাইডার (বিজ্ঞ পাখী) প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা প্রসঙ্গে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চরিত্রবান, সুশৃঙ্খল, পরোপকারী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গার্ল গাইডস্ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলদে পাখী কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে একে আরও ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করে গড়ে তোলা আবশ্যক। হলদে পাখী ঝাঁক দল গঠন ও পরিচালনা করার জন্য ৬ হতে ১০ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলদে পাখী গাইডার (বিজ্ঞ পাখী)। বালিকাদের সার্বিক কল্যাণে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হলদে পাখীর ঝাঁক গঠন ও সুষ্ঠুভাবে ঝাঁক (দল) পরিচালনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একটি হলদে পাখীর ঝাঁক (দল) গঠন করতে হবে। নিয়মিত হলদে পাখীর ঝাঁক কার্যক্রম অনুশীলন করতে হবে।

(২) যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা (বিজ্ঞ পাখী) আছে সেই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলদে পাখীর ঝাঁক খোলা না হয়ে থাকলে জরুরী ভিত্তিতে হলদে পাখীর ঝাঁক গঠন করতে হবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নেই সেই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষিকাকে ৫ দিন ব্যাপী হলদে পাখীর গাইডার (বিজ্ঞ পাখী) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার মাধ্যমে উক্ত ঝাঁক গঠন করতে হবে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে হলদে পাখীর ঝাঁক খোলার লক্ষ্যে পূর্বের ন্যায় প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই)-এ প্রত্যেক বিদ্যালয় হতে একজন করে শিক্ষিকাকে ৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী হলদে পাখী গাইডার প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউলের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন অথবা দুইজন শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক হলদে পাখীর ঝাঁক গঠন করতে হবে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত হলদে পাখীর ঝাঁক কার্যক্রম ছাড়াও ঝাঁক অবকাশসহ হলদে পাখীদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য শিক্ষামূলক নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ, যাত্রার ব্যাজ (হলদে পাখীর ৮ দফা চ্যালেঞ্জ) শ্রেষ্ঠ হলদে পাখির নীল কমল ব্যাজ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক হলদে পাখীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ তাঁদের মাসিক বিবরণীতে হলদে পাখী ঝাঁকের সদস্য সংখ্যা, ঝাঁক খোলার তারিখ, কার্যক্রম এবং হলদে পাখীর ঝাঁক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করবেন।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ/পরিদর্শকবৃন্দ বিদ্যালয়, উপজেলা/থানা, জেলা, বিভাগ পরিদর্শনকালে তাঁদের প্রতিবেদনে হলদে পাখীর ঝাঁক (দল) বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে হলদে পাখীর ঝাঁক সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করবেন।

(৮) গার্ল গাইডস্ সদস্য/কমিশনার প্রশিক্ষকগণ হলদে পাখীর ঝাঁক পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞপাখীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(৯) প্রশিক্ষণ, ঝাঁক গঠন, নবায়ন ও ঝাঁক পরিচালনার খরচ প্রতিষ্ঠানের বিবিধ তহবিল বা নিজস্ব কোন অর্থ/তহবিল হতে ব্যয় করতে হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৬/০১/২০১৯

মো: আকরাম-আল-হোসেন
সচিব

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০২৯.১৮-০৩

২৩ পৌষ ১৪২৫
তারিখঃ ----------
০৬ জানুয়ারি ২০১৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা ।
২. জেলা প্রশাসক (সকল জেলা)।
৩. জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৫. আঞ্চলিক কমিশনার- ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল ও সিলেট অঞ্চল।
৬. উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল ও সিলেট বিভাগ।
৭. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৮. উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)।